



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 633 - 638

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বৌদ্ধ পঞ্চশীল : একটি নৈতিক জীবনের পথ

উজ্জ্বল হালদার

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ

Email ID: ujjalrcc@gmail.com



0009-0004-2532-0892

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Four Noble truths,
The Noble
Eightfold Path,
Sila, Morality,
Panchasila, and
Peaceful Society.

Abstract

Goutam Buddhas moral philosophy and application of his values can be seen in the practical life of people. He was primarily an ethical teacher and a social reformer. Goutam Buddhas five precepts are most important in our practice life. The five moral precepts of Buddha are known as Panchasila. Sila means habit, character, behaviour etc. Panchasila emphasizes the cultivation of moral discipline. The five principles are abstain from the taking of life, not to take that which is not given, abstain from misconduct on sensual action, abstain from false speech and abstain from liquor that causes intoxication and indolence. Panchasila functions as voluntary commitments under taken by lay followers to nurture compassion, responsibility and mindfulness in daily life. Panchasila encourages self-restraint, respect of life. Five precepts cultivate the inner discipline necessary for higher spiritual practices such as meditation and wisdom. Panchasila provides a moral foundation for peaceful coexistence, justice and harmony. From a philosophical perspective, Panchasila illustrate the integration of individual morality with universal ethics, reflecting Buddhism's pragmatic approach to human problems. In the contemporary world Panchasila remains highly relevant, offering guidance on ethical challenges such as violence, materialism, ecological crisis and social conflicts. This five precepts continues to inspire a holistic vision of ethical living rooted in compassion and responsibility.

Discussion

ভূমিকা : ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপনিষদীয় চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছে যে সমস্ত নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন অন্যতম। গৌতমবুদ্ধ একজন চিরাচরিত দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বাণীর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধ ধর্ম ও নৈতিকতাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কেননা নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে, জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। নৈতিকশিক্ষা মানুষকে শেখায় সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে। নৈতিক জীবন যাপনের ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়। মানব চরিত্রে উৎকর্ষসাধনে শীলের

ভূমিকা অপরিসীম। সচ্চরিত্র গঠনের জন্য গৌতমবুদ্ধ নির্দেশিত শীল পালনের গুরুত্ব অপরিসীম ও অপরিহার্য। শীল পালনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসী গড়ে তুলবে আদর্শ মানব সমাজ, যেখানে মানুষে-মানুষে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির সহায়ক হবে।

গৌতমবুদ্ধ জগতের জ্বরা, ব্যধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত শোকাবুত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। কিন্তু কীভাবে এই দুঃখের পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সৌমকান্ত নিঃস্পৃহ নিরাবলম্বক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপনকেই দুঃখ মুক্তির পথ ভাবলেন এবং তপস্যায় রত হলেন। কঠোর তপস্যার ফলে তিনি একদিন বোধি অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের অধিকারী হলেন। এই বোধি বা সত্য জ্ঞানের আলোকে তিনি চারটি আর্ষসত্য উপলব্ধি করলেন। এই চারটি আর্ষসত্যকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বুদ্ধদেবের মূল উদ্দেশ্য। দুঃখ মানুষের জীবনে চিরন্তন সত্য হলেও, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধ দুঃখ এবং দুঃখ থেকে মুক্তির পথ বিষয়ে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় চারটি আর্ষ সত্যের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই চারটি আর্ষসত্য হল – (১) দুঃখ সত্য অর্থাৎ সংসার জীবন দুঃখ পূর্ণ, (২) দুঃখ সমুদয় সত্য অর্থাৎ দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখ নিরোধ সত্য অর্থাৎ দুঃখের শেষ আছে এবং (৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ সত্য অর্থাৎ দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। গৌতমবুদ্ধ দুঃখ নিরোধের মার্গ বা পথ হিসাবে আটটি পথের নির্দেশ করেছেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হল- (১) সম্যক্ দৃষ্টি : অবিদ্যায় যেহেতু সকল দুঃখের কারণ তাই প্রথমেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। চারটি আর্ষসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হল সম্যক্ দৃষ্টি। মানুষের নৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজনীয়। (২) সম্যক্ সংকল্প : সত্য জ্ঞানের আলোকে ভোগ বাসনা জয় করে কর্ম সাধনের দৃঢ় মনোবাসনাই সম্যক্ সংকল্প। এই সম্যক্ সংকল্পের ফলে মানুষের জীবন ধারা উন্নত হয়। আসক্তি, হিংসা ও দ্বেষ বর্জন করে সর্ব জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণের দৃঢ় ইচ্ছা এবং সকলের জন্য শুভকামনার মধ্যে সংকল্প জাগ্রত হয়। (৩) সম্যক্ বাক্ : মিথ্যা ভাষণ পরিহার করে সর্বদা সত্য কথা বলা হচ্ছে সম্যক্ বাক্। সম্যক্ বাক্ মানে বাক্যকে সংযম করা। পর নিন্দা, মিথ্যা ভাষণ এবং কটু ভাষণ পরিহার করার মাধ্যমেই সম্যক্ বাক্য প্রকাশিত। (৪) সম্যক্ কর্মান্ত : সম্যক্ কর্মান্ত হল সং কর্মের আচরণ। অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ কাম ভোগ না করা, অহিংসা অর্থাৎ হিংসা না করা, সত্য ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা এবং মাদক দ্রব্য বর্জন অর্থাৎ নেশা না করা – এই পাঁচটি পথ হল পঞ্চ আচরণ বা পঞ্চাঙ্গীল। মানুষের মুক্তি মার্গের জন্য এই পঞ্চাঙ্গীল আচরণ অবশ্যই পালন করতে হবে। (পরবর্তীতে এই পঞ্চাঙ্গীলের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে), (৫) সম্যক্ আজীব : সম্যক্ আজীব মানে সংভাবে জীবন যাপন করা। নিছক কৃচ্ছসাধন নির্বাণের সহায়ক নয়। জীবন যাপনের জন্য সং উপায়ে জীবিকা অর্জন করতে হবে। (৬) সম্যক্ ব্যায়াম : সং চিন্তা ও সং প্রবৃত্তির অনুশীলন হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়াম। কুচিন্তা ত্যাগ করে সর্বদা সুচিন্তায় নিয়োজিত হতে হবে। এইভাবে সর্বদা মানসিক সতর্কতাই হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়াম। (৭) সম্যক্ স্মৃতি : আর্ষসত্য চতুষ্টয়ের সম্যক্ জ্ঞান সর্বদা স্মরণে রাখাই হল সম্যক্ স্মৃতি। সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের স্মরণই মানুষকে নির্বাণের পথে টেনে নিয়ে যায়। (৮) সম্যক্ সমাধি : উপরোক্ত সাতটি স্তরে নৈতিক পরিশুদ্ধি হলে মুক্তিকামী ব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করে।

এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা-শীল-সমাধিরূপেও বর্ণনা করা হয়। প্রজ্ঞা অর্থে যথার্থ জ্ঞান। ‘শীল’ অর্থে সদাচরণ এবং সমাধি অর্থে ধ্যান। সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ স্মৃতি প্রজ্ঞা জ্ঞানের অন্তর্গত। আর বাকি অঙ্গগুলি শীল বা আচরণের অন্তর্গত।

সাধারণভাবে ‘শীল’ শব্দের অর্থ সদাচার অর্থাৎ যা মানুষের নৈতিক আচরণকে বোঝায়। গৌতমবুদ্ধ সদাচার বলতে শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার আচরণের বিষয়টিকেই বোঝাননি, তিনি বাহ্যিক আচার আচরণের সঙ্গে আত্মিক সদাচারকেও বুঝিয়েছেন। আত্মিক সদাচার মানুষের চরিত্রের শুদ্ধতাকে বজায় রাখে। শীল বা সদাচার অর্থে বৌদ্ধরা বাহ্যিক এবং আত্মিক উভয় প্রকার শুচিতাকেই বুঝিয়েছেন। মানুষের সামগ্রিক চরিত্র যদি শীল সম্মত না হয় তবে তার মধ্যে নৈতিকতা লক্ষ্য করা যায় না। ‘শীল’ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে, ‘সর্বপাপের অকরণই শীল’ অর্থাৎ সমস্ত রকম পাপ কর্ম থেকে বিরতিই হল শীল। ফলে মনে হয় শীল বলতে আমাদের কি কি করণীয় নয়, সে কথা যেন বলা হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য নয়। বৌদ্ধ দর্শনে শীলের মাধ্যমে কিছু কিছু কর্ম করণীয় বলেও উল্লেখ আছে। শীলের শুধু নেতিবাচক দিক নয়, ইতিবাচক দিক আছে। গৌতমবুদ্ধ গৃহস্থ ও শ্রমণদের কিছু কর্ম করণীয় বলেছেন। আর এই দিক থেকেই গৌতমবুদ্ধ শীলকে দুই

ভাগে ভাগ করেছেন – বারিৎত্র্যশীল অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রমণদের যে সমস্ত কর্ম থেকে বিরতি এবং চারিত্রশীল অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম পালনীয় তার কথা বলা হয়।

শীলের যেমন বাহ্য দিক আছে ঠিক তেমনি তার আন্তর দিকও রয়েছে। একদিকের শুচিতা অপর দিককে শুদ্ধ করে। কোন মানুষের মানসিক শুচিতা ও নৈতিকতা তার কথায় ও কর্মে প্রকাশিত হয়। এইভাবে যদি কোন মানুষ অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকে তাহলে তার মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতাও পরিবর্তিত হয়। যে ব্যক্তির মনে হিংসা ও ঘৃণা থাকে সেই ব্যক্তির মধ্যে হত্যা বা পীড়নের স্পৃহা দেখা যায়। আবার যে ব্যক্তি হত্যা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি থেকে বিরতি থেকে তার মধ্যে দয়া, সততা প্রভৃতি গুণের প্রকাশ হয়। মানুষের চরিত্রের মধ্যে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পেলেই অষ্টাঙ্গিকমার্গে পৌঁছাতে পারবে।^২

বৌদ্ধ দর্শনে বিভিন্ন প্রকার শীলের উল্লেখ থাকলেও গৃহে বসবসকারী মানুষের জন্য পাঁচ প্রকার শীলের কথা বলা হলেও গৌতমবুদ্ধ প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালনের কথা বলেছেন। কিন্তু শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের দশশীল থেকে আরম্ভ করে ২২৭ শীলের পালনের কথা বলেছেন।^৩ তবে সন্ন্যাসীদের দশটি শীল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে বলা হয়। এই দশটি শীল হল - (১) প্রাণাতিপাত বিরতি অর্থাৎ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে, (২) অদত্তাদান বিরতি অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরতি থাকতে হবে, (৩) অব্রহ্মচর্য বিরতি অর্থাৎ কাম সমূহে মিতাচার বিরতি, (৪) মৃষাবাদ বিরতি অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য থেকে বিরতি থাকতে হবে, (৫) সুরামৌবেয় মদ্যমাদকার্থ বিরতি অর্থাৎ সুরা মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরতি, (৬) বিকালভোজন বিরতি অর্থাৎ দিনের মধ্যাহ্নের পর থেকে পরবর্তী ভোর চারটা পর্যন্ত খাওয়া বিরতি, (৭) নৃত্যগীতবাদিত্ব বিরতি অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাক্য প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন হতে বিরতি, (৮) মালা গন্ধ বিলেপন বিরতি অর্থাৎ মালা গন্ধ বিলেপন ধারণ-মন্ডন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরতি, (৯) উচ্চাসনশয়ন বিরতি অর্থাৎ উচ্চশয্যা, মহাশয্যা হতে বিরতি, (১০) জাতরূপরজত পরিগ্রহ বিরতি অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি গ্রহণ থেকে বিরতি হতে হবে।^৪

উপরের যে দশটি শীলের আলোচন করা হল তা শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাসীর পালনীয় কর্তব্য। বৌদ্ধ শ্রমণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি পালন করে। কিন্তু গৃহবাসী সংসার জীবন চালাচ্ছেন এই রকম বৌদ্ধ শিষ্যদের দশটি শীল পালন করার দরকার নেই, প্রথম পাঁচটি শীল পালন করলেই হবে। গৃহস্থদের এই পাঁচটি শীল পালনকে পঞ্চশীল বলে। এই পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে গৃহস্থ সদাচার, নৈতিক বিধান পালনের মাধ্যমে একটি নৈতিক এবং আদর্শবান সমাজ গড়ে উঠবে। মানব জীবনে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম, চরিত্র মানব জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। তাই গৌতমবুদ্ধ নির্দেশিত পাঁচটি উপদেশ পালন করলে কুপ্রবৃত্তি তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। মন হবে কলুষমুক্ত। তারা সকল জীবের প্রতি দয়াশীল হবে। আর এই শীল পালনের ফলে ইহজগতে যেমন কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না, তেমনি পরলৌকিক জীবনেও সুখকর হবে। এখন বুদ্ধ কথিত পাঁচটি শীল আলোচন করা হল -

প্রথম উপদেশ - প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি থাকা : গৌতমবুদ্ধ তাঁর উপদেশবলীর মধ্যে প্রথম উপদেশ হল প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি থাকতে হবে। এই পৃথিবীতে সকলের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। বৈচিত্রময় এই জগতে কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বড় বড় প্রাণীদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমাদের কোনো প্রাণীকেই হত্যা করা যাবে না। সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে। সকলের প্রতি অহিংস হতে হবে। মানুষের জীবনের দাম যতটা, ঠিক ততটা একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার জীবনের দামও ততটা, এই মনোভাব রাখতে হবে। গৌতমবুদ্ধ তাই বলেছেন সকলের উচিত প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি থেকে অহিংসাকে গ্রহণ করতে হবে। গৌতম বুদ্ধ পাঁচটি শর্তের কথা বলেছেন, যা হত্যার অনৈতিক কাজ গঠন করে। যেমন^৫ - (১) একটি জীবন্ত প্রাণী, মানুষ অথবা প্রাণীর অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি, (২) এই জ্ঞান থাকতে হবে যে জীব একটা জীবন্ত প্রাণী বা সত্তা, (৩) হত্যার উদ্দেশ্য বা সংকল্প, (৪) উপযুক্ত উপায়ে হত্যার কাজ এবং (৫) ফলস্বরূপ মৃত্যু। এই শর্তগুলির কোন একটির অনুপস্থিতিতে মৃত্যু ঘটলেও ‘হত্যা’ বলে গণ্য করা হবে না, ঘটনাটি একটি দুর্ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

হত্যা করার ছয়টি উপায় আছে - (১) নিজের হাতে হত্যা করা, (২) অন্যকে আদেশ দিয়ে হত্যা করা, (৩) গুলি করে, পাথর ছুঁড়ে, লাঠি ইত্যাদি দিয়ে হত্যা করা, (৪) পরিখা খনন করে এবং জীবকে আটকে রেখে হত্যা করা, (৫) অতিপ্রাকৃত বা যাদু বিদ্যার দ্বারা হত্যা করা এবং (৬) মন্ত্র বা অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা হত্যা করা।

দ্বিতীয় উপদেশ - অদন্তবস্ত্র গ্রহণ থেকে বিরতি থাকা : বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় সংভাবে জীবন যাপন করতে হতে হবে। অন্যের কোনো জিনিস না বলে নেওয়া যাবে না। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই মতো ততটুকু হলেও জীবনটা ঠিকঠাক ভাবে চলে যাবে। অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ করা অথবা না বলে কোনো কিছু নেওয়া সেটা চৌর্যবৃত্তি রূপে ধরা দেয়। তাই গৃহস্থ বা শ্রমণকে যখন কোনো কিছু গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় তখনই তা তিনি গ্রহণ করবেন। কাউকে প্রতারণা করে কোনো কিছুর প্রাপ্তি করা ঠিক নয়। বৌদ্ধ দর্শনে চৌর্য বৃত্তির দুটি পদ্ধতির কথা হয়েছে - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রথম পদ্ধতি হল অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি না নিয়েই তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। আর দ্বিতীয়টি হল প্রতারণার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা। অপরের সম্পত্তি গ্রহণ করার পাঁচটি অনৈতিক উপায়ের কথা বলা হয়েছে^৬ - (১) অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ, (২) অন্যের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে - এই বিষয়ে সচেতনতা, (৩) চুরি করার অনৈতিক ইচ্ছা, (৪) চুরি করার জন্য কোন কৌশল ব্যবহার করা এবং (৫) অন্যের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়া। এই রকমভাবে অন্যের বস্তু কেড়ে নেওয়ার ফলাফল আসে মারাত্মক। যে ব্যক্তি এই চুরির কর্মে লিপ্ত হয় সেই ব্যক্তি দীর্ঘদিন অসুখী অবস্থায় প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। আর সেই ব্যক্তি যদি অন্য কোন গুণের জন্য মানুষ হিসাবে পুনঃজন্ম হয়, তাহলে তার বর্তমান জীবনে ধন-সম্পত্তির অভাব হবে। যদি কোন মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সম্পত্তি চুরি করার অপরাধে দোষী হয়, তবে তার পরবর্তী জীবনে সে একজন ভিক্ষুক হিসাবে এই পৃথিবীতে আসে। সে তার ভিক্ষার পাত্র নিয়ে তার শত্রুদের বাড়িতে তার নিজের রুটি রুজির জন্য বাটি হাতে শত অপমান সহ্য করে ভিক্ষা করতে থাকে।

তৃতীয় উপদেশ - অবৈধ কামাচার হতে বিরত থাকা : যৌনতা জীবের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবৃত্তি। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের যৌন চাহিদা তীব্র হয়। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে যৌন চাহিদা ক্রমিক এবং ঋতুভিত্তিক। কিন্তু মানুষের যৌন চাহিদা ক্রমাগত। সংযত কাম অনেক সময় মানুষকে দেবত্ব পরিণত করে, আবার অনেক সময় এই কামই মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এই জন্য গৌতমবুদ্ধ অবৈধ কামাচার থেকে বিরতির কথা বলেছেন। কামকে হতে হবে সংযত। মানুষের মধ্যে বিদ্যা ও চরিত্র এই দুটিই প্রধান। কোন মানুষ বিদ্যান কিন্তু তার চরিত্র খারাপ, তাহলে সেই মানুষ বিদ্যান হলেও তার কোন মূল্য নেই। মূল্য সেই ব্যক্তিই পায় যার চরিত্র শুদ্ধ। তাই গৌতমবুদ্ধ বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজের চরিত্রকে উন্নতি করা, চরিত্রহীন করা নয়। গৃহে বসবাসকারী ব্যক্তি একাধিক নারীর সাথে কামাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না, নিজের স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। একাধিক নারীর সাথে কামাচারে লিপ্ত হওয়া শুধু ব্যক্তি নিজের চরিত্রহীন করে তোলে তা নয়, সেই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রকেও নিম্নগামী করে তোলে। তাই একটি আদর্শবান সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কামকে সংযত রাখবে।

চতুর্থ উপদেশ - মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরতি থাকা : গৃহস্থে বসবাসকারী ব্যক্তি ও শ্রমণকে মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। সত্য কথা বলার অভ্যাস থেকেই আত্ম বিশ্বাস তৈরি করে। সাধককে শুধুমাত্র সত্য কথা বলার জন্য বলা হচ্ছে না, বরং যে সত্য ভালো ও আনন্দদায়ক তারও কথা বলা হয়। গৌতমবুদ্ধ চার প্রকার বিরতির কথা বলেছেন^৭ - (১) মিথ্যা বাক্য থেকে বিরত, (২) বিদ্রোহপরাণ বাক্য বলা থেকে বিরতি, (৩) কর্কশ বা নিষ্ঠুর বাক্য বলা থেকে বিরতি এবং (৪) সংপ্রলাপ বা বৃথা বাক্য বলা থেকে বিরতি।

পঞ্চম উপদেশ - সুরা, মদ, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরতিঃ গৌতমবুদ্ধ তার পঞ্চম উপদেশের মাধ্যমে সমাজ থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্যের সেবন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সাময়িক সময়ের জন্য নিজের চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য নেশা জাতীয় দ্রব্যের গ্রহণ ঠিক নয়, এর ফলে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। যখন কোন ব্যক্তি নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে, তখন হয়ত সাময়িকভাবে দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। এক্ষেত্রে তারা জীবনের দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে দুঃখকে ঢাকতে শুরু করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি থাকে না, এর ফলে অন্যান্য সমস্ত উপদেশবলীও ভুলতে বশে। এই অবস্থায় ব্যক্তি তার সমস্ত গুণাবলী ভুলতে বশে। তাই শ্রমণ বা গৃহবাসীর উচিত মাদক

দ্রব্য বর্জন করে চিত্তকে শুদ্ধ করা। গৌতমবুদ্ধ বলেছেন যদি কেউ পঞ্চম উপদেশ উপেক্ষা করে তাহলে তার ছটি বিপদের সম্মুখীন হতে হবে^৮ – (১) বর্তমান অর্থের অপচয়, (২) ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি, (৩) অসুস্থতার দায়, (৪) নিজের নামের ক্ষতি সাধন, (৫) নিজের ব্যক্তিত্বে অশ্লীলতা প্রকাশ এবং (৬) নিজের জ্ঞানকে দুর্বল করে। তাই গৃহস্থ এবং শ্রমণদের উচিত নেশকর মদ্য পান করা থেকে বিরতি থাকা। নেশকর মদ পান করা ব্যক্তির মনে রাখার ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এটি সং পথে জীবন যাপনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি মানুষের সমস্ত মহৎ গুণাবলী নষ্ট করে দেয়। তাই সকলের উচিত মদ, সুরা পান বর্জন করা।

পরিশেষে তাই বলা যায়, গৌতমবুদ্ধের এই পঞ্চশীল নীতি সকল শ্রমণ ও গৃহবাসী মানুষের নৈতিক জীবন পরিচর্যার জন্য নীতিমালা হিসাবে কাজ করে। পঞ্চশীল কোনো নৈতিক আঙা নয় বরং একটি সং চরিত্র গড়ে তোলার এবং জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে। পঞ্চশীল পালন করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তি, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং একটি সুসামঞ্জস্য সমাজ গড়ে তোলার পথ সুগম করে। পঞ্চশীলের প্রথম উপদেশ সকল জীবের প্রতি করুণা এবং সকল প্রাণীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। দ্বিতীয় উপদেশবলীতে অন্যের সম্পত্তির প্রতি সততা এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে। তৃতীয় উপদেশে সৎভাবে জীবন যাপন করে অবৈধ কামাচার থেকে বিরত রাখে। অন্যান্য নারীর প্রতি সম্মান এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি বজায় রাখতে সাহায্য করে। চতুর্থ উপদেশ বলীতে সত্যবাদীতা এবং অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে। আর পঞ্চম উপদেশবলীতে মাদক দ্রব্য মিশ্রিত নেশা জাতীয় দ্রব্যের পরিহার করতে শেখায় এবং এরফলে নিজের প্রতি সম্মান, মনের ও অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখায়। এই পঞ্চশীলের মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজের নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেননি, সেই সঙ্গে সমাজের কিতাবে উন্নতি হবে তার বিধান দিয়েছেন। পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে করুণা, উদারতা, সন্তুষ্টি, সত্যবাদীতা এবং মননশীল গুণাবলীর উন্নতির কথা বলে গেছেন। এই পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায় সঙ্গত বিশ্ব তৈরি হবে যেখানে সকল প্রাণীর জীবন, সম্পত্তি, সত্যতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বৃহত্তর কল্যাণ সহকারে একটি সমাজ সৃষ্টি হবে। এই নৈতিক নীতিগুলি পালন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটবে। পঞ্চশীল সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের গভীর জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে, যা ব্যক্তিকে শেষপর্যন্ত নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত করে।

Reference:

১. বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, স্বামী বিদ্যারণ্য, পৃ. ৬৫
২. নীতিবিদ্যা, ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, পৃ. ৫৩
৩. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা), পৃ. ৫৩
৪. বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, স্বামী বিদ্যারণ্য, পৃ. ৬৬
৫. Buddhist Ethics, H. Saddhatissa, P. 89
৬. Ibid, P. 101
৭. নীতিবিদ্যা, ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, পৃ. ৫৪
৮. An Introduction to Buddhist Ethics, Peter Harvey, P. 77

Bibliography:

- বিদ্যারণ্য, স্বামী, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপরিষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯
- গুপ্ত, ডঃ দীক্ষিত, নীতিবিদ্যা, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০১০
- চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদনা), গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৭
- Saddhatissa, H., Buddhist Ethics, Wisdom publication, London, 1987
- Harvey, Peter, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge University Press, 2000
- ভট্টাচার্য, সুনীল, বৌদ্ধ জাতক সংগ্রহ, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৪
- বসু, ভাস্কর, বৌদ্ধ দর্শন, একুশ শতক, কলকাতা, ১৯৮৮

ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৮

বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা, ২০১০

সামন্ত, ডঃ বিমলেন্দু, ভারতীয় দর্শন, আরামবাগ বুক হাউস, কলিকাতা, ২০০৭